জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 21st April. 1954 | ৪৭শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৫৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬১ সাল

সাত্ত্বিক দান

—০—

উপকার-প্রত্যাশী না হইয়া দেশ, কাল ও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় প্রদত্ত দানকে সাত্ত্বিক দান বলে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে নোপকারিনে,
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং
বিদুঃ॥"

স্বনামধন্য স্বর্গতঃ শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সোঽহং স্বামী নামে পরিচিত) মহাশয়ের সহোদর ঢাকার উকীল ৺সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের বালিগঞ্জ ঝাউতলাস্থিত বাটীতে যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখন তিনি বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী হন নাই। সূর্য্যকান্ত বাবু তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত ব্যারিষ্টারের বাড়ী যাওয়াই ছিল সূর্য্য বাবুর উদ্দেশ্য। রাস্তার মধ্যে ফজলুল হক সাহেবের বাড়ী, শুধু একবার দেখা করার জন্যই সেখানে সূর্য্য বাবুর যাওয়া। বাড়ীর প্রবেশ দ্বারেই দেখা গেল একটি ১২।১৪ বৎসরের বালকের সহিত একটি ৩০।৩২ বৎসর বয়স্কা বিধবার সঙ্গে ফজলুল হক সাহেব কথা বলিতেছেন। সূর্য্য বাবুকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন—আয় ভাই বোস্। যোগেশের বাড়ী যাবি বুঝি, পথে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় উঠলি, নইলে নিশ্চয় উঠতিস্ না। সূর্য্য বাবু বলিলেন—না ভাই তোর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। যোগেশের বাড়ী যাব এটাই আমার উদ্দেশ্য। তা তোর সঙ্গে দেখা করে, সেখানে যাব, এই মতলব নিয়ে বাসা হ'তে বেড়িয়েছি। ছেলেটি ও বিধবাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া ফজলুল হক সাহেব সূর্য্য বাবুর সঙ্গে নানা কথা বলিয়া, তার মধ্যে বলিলেন—একটু বসতে হবে তোকে, হয়তো এই ব্রাহ্মণের বিধবাটিকে তোর সঙ্গে দিব, ওঁকে যোগেশের বাড়ীতে এ বেলার মত হবিষ্যির যোগাড় করে দিবি। বোস্ ভাই, বলেই ফজলুল হক সাহেব বাড়ীর মধ্যে গেলেন। তখন সূর্য্য বাবু অনুমান করে বলতে লাগলেন—নিশ্চয় এই বিধবাটি ফজলুর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন, হাতে টাকা নাই, তাই এবেলা ওঁকে যোগেশ বাবুর বাড়ীতে খাবার ও থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে, মক্কেলদের কাছে আজ যা পাবে তাই দিয়ে ওঁকে বিদায় করবে। সূর্য্য বাবু এই কথা বলতে বলতেই হক সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এক কাবুলী আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। তখন হক সাহেব সূর্য্য বাবুকে বলিলেন—আর তোর ঘাড়ে ভার চাপাতে হবে না। তখন সূর্য্য বাবু হক সাহেবকে বল্লেন—আফগান ব্যাঙ্ক হ'তে টাকা 'ড্র' করে এঁকে দিবি বুঝি? কাজেই আমার আর দরকার হবে না। সূর্য্য বাবুর অজানা কিছুই নাই। হক সাহেব কাবুলীকে এক হাতের ৫টি আঙ্গুল দেখালেন। সূর্য্য বাবু ন্যাকা সেজে বল্লেন—পাঁচটা টাকা তোর কাছে নাই? হক সাহেব হো হো করে হেসে বল্লেন ৫৲ টাকাতে বুঝি বামুনের মেয়ের বিয়ে হয়!

সূর্য্য বাবু হঠাৎ হক সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাতেই হক সাহেবের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি লেগে গেল। হক সাহেব হেরে গেলেন, সূর্য্য বাবুরই জয় হলো। হক সাহেব কাবুলীর কাছে ৫০০৲ টাকা নিয়ে বিধবাকে দিলেন। ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন—এঁকে শ্যামবাজারে ওঁর আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। নইলে বামনে কপাল! টাকা কটা পথেই কে কেড়ে নেবে!

সূর্য্য বাবু হক সাহেবের হাতে হাত দিয়ে বিদায় নিবার সময় আর একবার ধস্তাধস্তি হলো। হক সাহেব বল্লেন—কুলীন বামুনের ভাগ্যে আজ সকাল বেলায় নেড়ের পায়ের ধুলো ছিল, আমি বাধা দিলে কি হবে! সূর্য্য বাবু উত্তর দিলেন ভাই, তুই মানুষ নোস্, দেবতা! সূর্য্য বাবু বলতে লাগলেন প্রার্থী গেলে কেউ ফেরে না। দান করার সময় ওর হিঁদু মুসলমান ভেদ জ্ঞান থাকে না। কিছুদিন পর ফজলুল হক হলেন বাঙলা প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর সূর্য্য বাবু একাকী তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। তখন সূর্য্য বাবু তাঁকে বলেন, এবার আর তোর ঋণ সব শোধ হ'লে আর ঋণে ডুবিস্ না। বুড়ো বয়সে ঋণ খুব অশান্তিজনক। এখন থেকে সাবধান হবার চেষ্টা কর।

প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব সূর্য্য বাবুকে বলেন—ঋণের মত পাপ নাই। আমি একা নই, বাঙলায় আমার মত কত হতভাগা এই ঋণে হাবুডুবু খেয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে, যদি সুদখোরদের খপ্পর হ'তে তাদের নিস্তার করতে পারি, তবেই জানবো একটা কাজ করলাম। দেখি কি হয়। তারপর "ডেট সেটেলমেণ্ট বোর্ড" গঠনের ব্যবস্থা করলেন। এই ঋণসালিসী বোর্ড হওয়ার পর কত ডুবে যাওয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অকূলে কূল পেয়েছে, তার সীমা সংখ্যা নাই। জমিদার মহাজনরা হক সাহেবকে খুব নিন্দা করেছে, তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মধ্যবিত্ত নাচার জোতদারগণ এই ব্যবস্থায় রক্ষা পেয়ে দু'হাত তুলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেছে। ধনীর সংখ্যা দেশে মুষ্টিমেয়—১০০৲ টাকা ধার নিয়ে ১০০০৲ দশ হাজার দিয়েও তাদের হাতে নিস্তার পায় নাই, এমন নাচার দেনদারের সংখ্যা অগণিত। বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আশীর্ব্বাদ বিফলে যায় নাই। আজ ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ দয়ার অবতার এ. কে. ফজলুল হক সাহেব পাকীস্থানের অত্যাচারী শাসক মোসলেম লীগের বিরুদ্ধে যুক্ত ফ্রন্ট দল গঠন ক'রে পৃথিবীর মধ্যে যা কেহ কখন শোনে নাই, তেমনি অসাধ্য সাধন করিয়া বার্দ্ধক্যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়া নিজের দলে ২২২টি পদ অধিকার করিয়া ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত মোসলেম লীগের সকল দর্প চূর্ণ করিয়া ইতিহাসে রাজনৈতিক বীরত্ব দেখাইয়া চিরস্মরণীয় হইলেন। বীরদর্পে দর্পিত অত্যাচারী মোসলেম লীগ দল পূর্ব্বপাকীস্থানে মাত্র ৯টী আসন পাইয়া নগণ্য দলে পরিণত হইতে বাধ্য হইল।

হিন্দুশাস্ত্রে বলে—এ জন্মের পুণ্যফল পরজন্মে লাভ হয়, কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রানুসারে পরজন্ম না থাকায় দয়াময় খোদাতাল্লা দয়ার সাগর জনাব এ. কে. ফজলুল হককে ইহজীবনেই বিপুল সম্মানের

আসনে অধিষ্ঠিত করাইয়া দুনিয়ার মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকশিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ৮২ বৎসরের ফজলুল হক সাহেব পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া মনুষ্যের পূর্ণ আয়ু ১২০ বৎসর জীবিত থাকুন। "দাতা শতং জীবতু" বলিলে কম বলা হইবে। আজ ৺সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মা তাঁহার বন্ধু হক সাহেবের সম্মান দেখিয়া পরম আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

বালকের জীবনাবসান

গত শুভ ১লা বৈশাখ বুধবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ তপন তাহার দাদার সঙ্গে ভাগীরথী নদীর খেয়াঘাটে স্নান করিতে আসে। তাহার দাদা তপনকে স্নান করানর পর ঘাটের ধারে দাঁড়াইতে বলিয়া নিজে সাঁতার কাটিতে থাকে। বালক তপন সকলের অলক্ষ্যে জলে নামিয়া পড়ে এবং ডুবিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে শ্রীসূর্য্যকান্ত সূত্রধর মহাশয় স্নান করিতে জলে নামিলে তপনের দেহ তাঁহার পায়ে ঠেকে ও তাহাকে জল হইতে উঠান হয়। স্থানীয় চিকিৎসকগণ অনুমান করেন যে জল হইতে তুলিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শ্যামবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর এই হৃদয়বিদারক শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অগ্নিসংযোগে সর্ব্বস্বান্ত

বিগত ২৮শে চৈত্র গভীর রাত্রিতে জঙ্গিপুর বারের অন্যতম উকিল ও কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীঝড়ুলাল দাস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরজনীকান্ত দাস মহাশয়দ্বয়ের সুতী থানার অন্তর্গত সাদিকপুর গ্রামের বাড়ী পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। বদমায়েস লোকে তাঁহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়ার জন্য এই অনর্থ ঘটিয়াছে। ঘরের কোন জিনিসই বাহির হয় নাই। আনুমানিক ৮।১০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কালীতলায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

একটি বালক ও ৩টি বালিকার জীবনান্ত

১৩।১৪ খানি গৃহ ভস্মীভূত

গত ২রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় আগুন লাগিয়া কালীতলা মনোহর বাবুর বাজারের ১৩।১৪ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। উক্ত বাজারের ব্যবসায়ী শ্রীচমৎকার সাহা মহাশয়ের বাসগৃহে আগুন লাগায় তাঁহার ১টী পুত্র ও ৩টী কন্যা জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। চারিদিকে আগুন ছড়াইয়া পড়ায় নিরাপদ স্থান মনে করিয়া বালকবালিকাগুলি কোঠা ঘরে আশ্রয় লয়। দৈবদুর্ব্বিপাকে ঐ ঘরেও আগুন লাগায় এই শোচনীয় পরিণতি। সাহা মহাশয়ের দোকানের মালপত্র, নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদিতে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২০ হাজার টাকা।

নূতনগঞ্জে অগ্নিকাণ্ড

গত ২রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা দ্বিপ্রহরে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত নূতনগঞ্জ গ্রামে আগুন লাগে। আগুন লাগার অল্পক্ষণ মধ্যে ১৫।১৬ খানি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ২।৩ জন গৃহস্থের খড়ের পালা ও ধানের গোলা পুড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্যামাপদ সাহা মহাশয়ের দ্বিতল পোক্তা বাটীর কড়িকাঠে আগুন ধরিয়া কতকাংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ধান ও খড় পুড়িয়া যাওয়ায় গৃহস্থগণ বিপন্ন হইয়াছেন।

পরলোকে

গত ৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার সকালে জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার এম-এল-এ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৩টী পুত্র ও ৪টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ছোট ছোট শিশু সন্তান লইয়া কুবের বাবু খুবই বিপন্ন হইলেন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে ও মাতৃহীন সন্তানগণের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগতা আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

কলিকাতায় 'ভুয়া' ফিল্ম কোম্পানী

মধ্যপ্রদেশের জনৈক যুবক ২৪-পরগণা জেলার টালিগঞ্জ থানার একটি ফিল্ম কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টদের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ করে যে, তাহারা তাহাকে তাহাদের আগামী চিত্রে একটি ভূমিকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার নিকট হইতে প্রতারণাপূর্ব্বক ৮০০ টাকা লইয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতায় কতকগুলি ভুয়া ফিল্ম কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। উক্ত যুবকটিকে ঐ টাকাটা কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য বাবদ জমা রাখিতে হয় এবং ম্যানেজিং এজেন্টরা তাহাকে বেশ কিছুদিন ঘুরায়। তথাকথিত ম্যানেজিং এজেন্টদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত চলিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সি আই ডি সরলচিত্ত যুবক ও তরুণীদের, বিশেষ করিয়া তাহারা ভারতের অন্য কোন স্থানের অধিবাসী হইলে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তাহারা যেন দুষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এরূপ ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ পাওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত থাকে। এই সকল কোম্পানী ভারতের সর্বত্র চলচ্চিত্র সাময়িকীগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়া যুবক ও তরুণীদের তাহাদের চিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ার্থ নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবেদন করিতে আহ্বান জানায়। বহু সংখ্যক আবেদনকারীর মধ্য হইতে তথাকথিত ম্যানেজিং এজেন্টরা এমন ব্যক্তিদের সযত্নে বাছিয়া নেয় যাহারা দূরবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করে এবং যাহাদের কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর সহজে লইতে পারার সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও রাজস্থানের কিছু যুবক এইভাবে প্রতারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই মে ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৩৭২ খাং ডিঃ বৈদ্যনাথ চৌধুরী দিং দেং ইন্দ্রভূষণ মিশ্র দাবি ৩৩৪৶৯ থানা ফরাক্কা মৌজে বেওয়া ১-৮৭ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধাংশ আঃ ৩০০৲ খং ৩৮৭

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৬৫ খাং ডিঃ গৌরবিনী বর্ম্মণ্যা দেং অন্নপূর্ণা দেবী দিং দাবি ২৭৮/৯০ থানা ফরাক্কা মৌজে হোসেনপুর ৭৫ শতকের কাত ৪৷৷০ আঃ ২৫৲ খং ১৬৪

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:--

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।